

# ইলাইজা - নম্বর দুই

নববী বশৈষ্টিট্যাবলী

Jeff Pippenger

2023-09-27

পূর্ববর্তী পূর্ববন্ধে আমরা এলিয়াহকে একটি প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করছি। উইলিয়াম মলিয়ারে ন্যিমাবলীর সাথে সঙ্গত রিখে, "প্রতীক"-এর একাধিক অর্থ থাকতে পারে। অতএব, প্রতীক হিসেবে এলিয়াহ ও মূসার দ্বিবিধি প্রতীককে এক অংশকণ্ডে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এলিয়াহ ও মূসার এই দ্বিবিধি প্রতীকটি সারা প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থ জুড়ে উপস্থিত, এবং এই দ্বিবিধি প্রতীকটি কী নির্দেশে করে সে বিষয়ে অনিশ্চিতি থাকা মনে হলে, অনুগ্রহের সময় বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে যার মৌহর খোলা হয়, সেই বার্তা সম্পর্কেই অনিশ্চিতি থাকা। এই কারণে, এখন আমরা এলিয়াহের প্রতীককে সাথে চিহ্নিত কছি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বশৈষ্টিট্য ন্যি নির্দিষ্টভাবে আলোচনা করব।

সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বশৈষ্টিট্যগুলো প্রমাণিত করতে আমাদের তনিজন প্রধান সাক্ষী আছে। সেই সাক্ষীরা হলেন নবী এলিয়াহ, বাপ্তসিমদাতা যোহন এবং উইলিয়াম মলিয়ার—যাদেরকে প্রেরণা পরস্পরবনিমিয়ে প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে।

উইলিয়াম মলিয়ারে প্রচারিত সত্যকে গ্রহণ করতে হাজার হাজার মানুষ উদ্ভুদ্ধ হয়েছিল, এবং বার্তা ঘোষণা করার জন্য এলিয়াহর আত্মা ও শক্তিতে ঈশ্বরের দাসরো উত্থাপিত হলেন। যশুর অগ্রদূত যোহনের মতো, এই গম্ভীর বার্তা যারা প্রচার করতেন, তারা কুঠার গাছের মূলে রাখতে এবং মানুষকে অনুতাপের উপযুক্ত ফল ফলাতে আহ্বান জানাতে বাধ্য বোধ করতেন। তাদের সাক্ষ্য এমন ছিল যে তা গরিজাগুলকে জাগিয়ে তুলত, প্রবলভাবে প্রভাবিত করত এবং তাদের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করত। আর যখন আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে গম্ভীর সতর্কবাণীটি ধ্বনিত হলে, গরিজাগুলের সঙ্কে যুক্ত অনেকেই আরোগ্যদায়ক বার্তাটি গ্রহণ করল; তারা নিজদের পশ্চাদপতন দেখল, এবং অনুতাপের তকিত অশ্রু ও আত্মার গভীর যন্ত্রণায় ঈশ্বরের সামনে নিজদের বনিম্ব করল। এবং যখন ঈশ্বরের আত্মা তাঁদের উপর বশিরাম নলি, তখন তারা এই আহ্বানের ধ্বনিতুলতে সাহায্য করল: 'ঈশ্বরকে ভয় কর এবং তাঁকে মহিমা দাও; কারণ তাঁর বচার করার সময় উপস্থিত হয়েছে।' Early Writings, 233.

এলিয়াহ, বাপ্তসিমদাতা যোহন এবং মলিয়ারকে এমন একটি বিশিষ্ট আত্মা দেওয়া হয়েছিল, যা তাদের কাজকে পরিচালিত ও সংজ্ঞায়িত করেছিল। তাদের সাক্ষ্য ছিল "গরিজাগুলকে জাগিয়ে তোলা ও শক্তিশালীভাবে প্রভাবিত করা এবং প্রকাশ করা"—এই গরিজাগুলের "বাস্তব চরিত্র"—এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। আহাবের সময়ে হোক, বাপ্তসিমদাতা যোহনের সময়ে হোক, বা উইলিয়াম মলিয়ারের সময়ে—যে গরিজাগুলের প্রতীতিরা সম্বোধন করছিলেন, সেগুলোর সকলের মধ্যই এমন এক লাওদকীয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা এত গভীর ও অন্তর্ভুক্ত ছিল যে বার্তাটি হতে হতো "গাছের মূলের কাছে কুঠার রাখা"র মতোই সরাসরি। এতে অনুগ্রহের কাল সমাপ্তির ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত ছিল; বাপ্তসিমদাতা যোহনের ক্ষতেরে যা ছিল "আসতে চলা" "ক্রোধ" সম্পর্কে সতর্কবাণী। মলিয়ারের "ঈশ্বরকে ভয় কর এবং তাঁকে মহিমা দাও; কারণ তাঁর বচারের সময় এসে গেছে"—এই ঘোষণাসংবলিত বার্তাও ছিল আসন্ন ক্রোধের সতর্কবার্তা।

যোহনের কণ্ঠ তুরীর ন্যায় উচ্চে ধ্বনতি হলো। তাঁর দায়িত্ব ছিল, 'আমার প্রজাদের তাদরে অধর্ম দেখোও, এবং যাকোবের গৃহকে তাদরে পাপ দেখোও' (ইশাইয়া ৫৮:১)। তিনি কোনো মানবীয় বদ্বিষাশকিষা অর্জন করেননি। ঈশ্বর ও প্রকৃতিই ছিলেন তাঁর শিক্ষক। কনিতু খ্রিস্টের আগে পথ প্রস্তুত করার জন্য এমন একজনের প্রয়োজন ছিল, যিনি প্রাচীন নবীদের মতো তাঁর কণ্ঠ শোনাতে যথেষ্ট সাহসী ছিলেন, অবক্ষয়িত জাতিকে পশ্চাত্তাপরে জন্য আহ্বান জানাতো। নরিবাচতি বার্তা, খণ্ড ২, ১৪৮।

এলিয়াহ তার প্রজন্মকে আদেশে করছিলেন যে সদিনেই তারা সদিধান্ত নকি, তারা ঈশ্বরকে নাকি আলাককে উপাসনা করবে; কনিতু সেই প্রজন্ম একটা কথাও বলনে, যা আলাককে বছে নেওয়ার সমান।

বিশ্বসত সতরুকবাণী ও তরিস্কার, এবং ঘনষ্টি, সোজাসাপটা আচরণে এত বড় প্রয়োজন, যমেন এখন, আর কখনও ছিল না। শয়তান বরিট কষমতা নযি নেমে এসছে, কারণ সে জানে তার সময় স্বল্প। সে মনোরম কল্পকথায় বিশ্বকে প্লাবতি করছে, আর ঈশ্বরের লোকেরো তাদরে উদ্দেশে মঠি কথ শোনা ভালোবাসে। পাপ ও অধর্মকে ঘৃণা করা হয় না। আমাকে দেখোনা হয়ছিল যে আগত অনধকার ঠকোতে ঈশ্বরের লোকদের আরও দৃঢ় ও দৃঢ়সংকল্পপূর্ণ প্রচেষ্টা করতে হবে। ঈশ্বরের আত্মার নবিডি, গভীর কাজ এখন আগরে যকোনা সময়ের চয়ে বশো প্রয়োজন। জড়তা বড়ে ফলেতে হবে। যদি আমরা তা প্রতরোধ না করি তবে যা আমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে—সেই অসাড়া থেকে আমাদের জাগতে হবে। মানুষের মনে শয়তানের শক্তিশালী, নয়িন্ত্রণমূলক প্রভাব রয়েছে। প্রচারক ও জনগণ অনধকারের শক্তির পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় ধরা পড়ার ঝুঁকিতে আছে। এখন নরিপক্ষে অবস্থান বলে কিছু নেই। আমরা সবাই স্পষ্টভাবে হয় ন্যায়ের পক্ষে, নয়তো স্পষ্টভাবে অন্যায়ের সঙ্গে। খ্রিস্ট বললেন: 'যে আমার সঙ্গে নয়, সে আমার বিরুদ্ধে; আর যে আমার সঙ্গে সংগ্রহ করে না, সে ছত্রভঙ্গ করে।' সাক্ষয়সমূহ, খণ্ড ৩, ৩২৭।

যোহন তাঁর বর্ণনায় "অধঃপততি জাতিক"কে "বধির সাপের বংশ" বলছিলেন। অবশেষে মলিরাইটরা তাঁদের ইতিহাসের অধঃপততি জাতিকে বাবলিরে কন্যারা হসিবে চহ্নতি করছিলেন। এলিয়াহ, যোহন বা মলির—তনিজনের কেউই ধর্মতত্ত্ববাদি ছিলেন না। তাঁরা সকলেই সাধারণ জীবনের পথ থেকেই ডাকা হয়েছিলেন।

যীশুর মধ্যযে যে সত্য আছে, তিনি যখন তুলতুলে মধ্যে আবৃত ছিলেন তখন যভাবে তিনি তা ঘোষণা করছিলেন, সেই সত্য আজও অকাট্য ও অবিকৃত সত্য; এবং অতীতে যভাবে তা মানুষের মনকে নবায়তি করছে, আজও ঠিক তমেনই গ্রহণকারীর মনকে নবায়তি করবে। খ্রিস্ট বলছেন, 'তারা যদি মূসা ও ভাববাদীদের কথা না শোনে, তবে কেউ মৃতদের মধ্য থেকে উঠলেও তারা বিশ্বাস করবে না।' (লুক ১৬:৩১)।

জনগণ হসিবে আমাদের পবতির আত্মার সর্বাধিপিত্যশীল দকিনর্দেশনার অধীনে, সুসমাচার যাত তার বিশুদ্ধতায় ছড়িয়ে পড়ে, তার জন্য প্রভুর পথ প্রস্তুত করতে হবে। জীবন্ত জলের প্রবাহ তার গতিপথে আরও গভীর ও প্রশস্ত হতে থাকবে। সমস্ত ক্ষত্রই, নকিটে ও দূরে, মানুষকে হালচাষ থেকে এবং অধিকাংশ সময় মনকে ব্যস্ত রাখতে এমন প্রচলতি বাণিজ্যিক পশো থেকে আহ্বান করা হবে; এবং তারা অভিজ্ঞ লোকদের—যাঁরা সত্য বোঝেন—সহচর্যে শিক্ষা লাভ করবে। ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য কার্যাবলির মাধ্যমে, পরবর্তসম বাধাসমূহ দূর হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। আসুন আমরা তাদরে মতো শ্রম করি, যারা যশিতে যে সত্য আছে তার শক্তি অভিজ্ঞতা করছেন।

এই সময়ে এমন এক ধারাবাহিক ঘটনা ঘটবে, যা প্রকাশ করবে যে ঈশ্বরই পরিস্থিতির অধিপতি। সত্য স্পষ্ট, অসন্দেহিত ভাষায় ঘোষণা করা হবে। যারা সত্য প্রচার করবেন তারা সুশৃঙ্খল জীবন ও ধার্মিক আচরণে মাধ্যমে সত্যকে প্রদর্শন করতে সচেষ্ট হবেন। আর যখন তারা এ কাজ করবেন, তখন তারা সত্যের সমর্থনে শক্তিশালী হবেন, এবং ঈশ্বর যেন নিশ্চিন্তে প্রয়োগ এটির জন্য নির্ধারণ করছেন, সত্যের প্রয়োগ ঘটাতো সক্ষম হবেন।

"যখন সেই লোকেরা, যারা সত্যকে জেনেছে ও শিক্ষা দিয়েছে, মানবীয় বুদ্ধির দিকে সরে যায় এবং প্রতারিত মনগুলোর কাছে নিজদের মনগড়া উপকথার থালা পরবিশেষ করে, তখন সময় এসেছে—বরং মহাসময়—তাদের জন্য, যারা একসময় সুসমাচার প্রচারের কাজে শ্রমিক ছিলেন, কনিত্ত যারা রসতোরী, খাদ্যদোকান এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কাজকর্মের ব্যবস্থাপনায় জড়িয়ে পড়েছেন—শৃঙ্খলায় ফিরে আসার, নিজদের বাইবেলে নিষ্ঠার সঙ্গুগে অধ্যয়ন করার, এবং ঈশ্বরের বাক্য হাতে নিয়ে, স্বর্গীয় দূতদের সহযোগিতায়, বাইবেলের সত্য—আধ্যাত্মিক খাদ্য—বিতরণ করার। এই কাজ এখন ঈশ্বর-নিযুক্ত কর্মীদের জন্য জোরালো আহ্বান জানাচ্ছে। তখন সর্বশক্তিময় বাধা-বিপত্তির পরবর্তসমূহকে বলবেন, সরে যাও, এবং সাগরে নিক্ষিপ্ত হও।" পলসন সংগ্রহ, ৭৩, ৭৪।

এলিয়াহ, যোহন ও মলিয়ার ছিলেন—এবং তাই তারা প্রতিনিধিত্ব করেন—'আরও সাধারণ' 'পশো' থেকে ডাকা পুরুষদের, কারণ যারা একসময় সত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন তারা শেষ পর্যন্ত 'মানবীয় বোধশক্তির দিকে সরে যান, এবং প্রতারিত মনগুলিকে নিজদের রূপকথার থালা পরবিশেষ করেন।' যাদের ডাকা হয়েছে, সেই সাধারণ মানুষরাই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর 'নিশ্চিন্ত প্রয়োগ' দবেন, 'যেমন ঈশ্বর তা দিয়েছেন।' উক্ত অংশে সিস্টার হোয়াইট দুইবার 'পরবর্ত'কে 'কঠিনতার পরবর্ত' হিসেবে চিহ্নিত করছেন। এই মানুষদের কাজের মধ্যে ছিল 'প্রত্যেকে পরবর্তকে নত করা।' নম্র পরবিশেষে হালচাষের কাজ থেকে যাদের ডাকা হয়েছিল, সেই সাধারণ মানুষদের দ্বারা সম্পন্ন কাজটি সেই কর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, যা হল সঠিক বাইবেলীয় পদ্ধতি সনাক্ত করা—তৎকালীন ধর্মতাত্ত্বিকদের দ্বারা বলিয়ে দেওয়া মানবিক রূপকথার থালাগুলোর পরপিন্থীভাবে।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাজ, এবং শেষে কালে যারা মানুষের উদাসীনতা থেকে তাদের জাগিয়ে তুলতে এলিয়ার আত্মা ও শক্তিতে বেরিয়ে পড়েন তাদের কাজ, অনেকে দিক থেকেই একই। তাঁর কাজ এই যুগে করণীয় কাজের একটি আদর্শ। খ্রিস্ট ধার্মিকতায় বিশ্বকে বিচার করতে দ্বিতীয়বার আসবেন। ঈশ্বরের যসেব দূত বিশ্বকে দেওয়ার জন্য শেষে সতর্কবারতা বহন করেন, তারা খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করবেন, যেন যোহন তাঁর প্রথম আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করেছিলেন। এই প্রস্তুতমূলক কাজে, 'প্রত্যেকে উপত্যকা উচ্চ করা হবে, আর প্রত্যেকে পরবর্ত নচি করা হবে; বাঁকা পথ সোজা করা হবে, আর অমসৃণ স্থানসমূহ সমতল করা হবে।'—কারণ ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হবে, এবং আবারও 'প্রভুর মহিমা প্রকাশিত হবে, এবং সকল মানুষ একত্রে তা দেখবে; কারণ প্রভুর মুখ এ কথা বলছেন।' Southern Watchman, ২১ মার্চ, ১৯০৫.

ইশাইয়া যেন তিনিজন সংস্কারকরে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছিলেন, তা হলো: সব উপত্যকা উঁচু করা হবে, সব পরবর্ত নচি করা হবে, বাঁকা সোজা করা হবে এবং অমসৃণ স্থানগুলো সমতল করা হবে। উপত্যকাগুলোকে উঁচু করে, পরবর্তগুলোকে নচি করে, বাঁকাগুলোকে সোজা করে এবং অমসৃণ স্থানগুলোকে সমতল করে যে প্রভুর পথ প্রস্তুত করা হয়, সেটাই প্রাচীন পথ।

অরণ্যে আহ্বানকারীর কণ্ঠ: তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, মরুভূমিতে আমাদের ঈশ্বরকে একটি মহাসড়ক সোজা কর। প্রত্যেকে উপত্যকা উঁচু করা হবে, এবং প্রত্যেকে পর্বত ও টিলা নচু করা হবে; বাঁকা স্থানগুলি সরল হবে, এবং অমসৃণ স্থানগুলো সমতল হবে। প্রভুর মহিমা প্রকাশিত হবে, এবং সমস্ত মানুষ একত্রে তা দেখবে; কারণ প্রভুর মুখ এটি উচ্চারণ করেছে। ইশাইয়া ৪০:৩-৫।

খুঁটিনাটি নিয়ে তর্কপ্রবণ ইহুদিরা যখন বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে জিজ্ঞাসে করল তনিকি যনি আসবার কথা, সেই এলিয়াহ, তনি জিবাব দলিনে যে তনি নিন; কনিতু এরপর তনি নিজিরে পরচিয় ইশাইয়া গ্রন্থরে একটি অংশরে সঙ্গে মলিয়ি়ে নলিনে।

এবং এই হলো যোহনের সাক্ষ্য, যখন ইহুদিরা যরিশালমে থেকে যাজক ও লবীয়দের তাকে জিজ্ঞাসা করত পাঠিয়েছিল, "তুমি কে?" তনি স্বীকার করলনে এবং অস্বীকার করলনে না; বরং স্বীকার করলনে, "আমি খরীষ্ট নই।" তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তবে কী? তুমি কি ঈলিয়া?" তনি বললনে, "আমি নই।" "তুমি কি সেই নবী?" তনি উত্তর দলিনে, "না।" তখন তারা তাকে বলল, "তুমি কে? যারা আমাদের পাঠিয়েছে তাদের আমরা যাত জিবাব দতিে পারি। তুমি নিজিরে সম্পর্কে কী বলছ?" তনি বললনে, "আমি অরণ্যে আহ্বানকারী এক জনরে কণ্ঠস্বর— 'প্রভুর পথ সোজা করো,' যমেন নবী যশাইয় বলছেন।" যোহন ১:১৯-২৩।

"প্রভুর পথ" প্রস্তুতরি বিষয়টি সেই পদ্ধতিকে চহিনতি করে, যা স্বর্গদূতরো মলিরকে বুঝতে ও প্রয়োগ করতে দশিা দিয়ি়েছিলনে, যাতে মানুষ যে "পথে" চলবে তার বাইবলীয় উপলব্ধি প্রস্তুত করা যায়। প্রতটি "পাহাড়"কে নচু করা ছিল আবশ্যিক, কারণ বাইবলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর পাহাড়সমূহ এমন সত্যকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা প্রথম দেখায় বুঝতে অতিরিক্ত কঠনি বলে প্রতীয়মান হয়। উত্তররে রাজা যে মহিমাময় পবতির পর্বত জয় করতে উদ্যত—দানয়িলে অধ্যায় এগারো, পদ পঁয়তাল্লিশ—তা বোঝার জন্য প্রথমতে জেরুসালমেরে বাস্তব মহিমাময় পবতির পর্বতটিকে চহিনতি করতে হয়; কারণ সটোই ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে আধ্যাত্মকি মহিমাময় পবতির পর্বতকে সংজ্ঞায়িত করে। আর্মাগডেন নামে চহিনতি যে পর্বত—যার অর্থ মগেদিদোর পর্বত—তাকে ব্যাখ্যা করতে হলে বাস্তব মগেদিদোতে যতে হয়। যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক জটিলতাগুলিকে দুর্বোধ্য বলে উপস্থাপন করা হয়, সেগুলি দূর হয়ে যায়, যখন এই নীতিটি প্রয়োগ করা হয় যে কোনো বিষয়রে শুরুটাই তার শেষকে চিত্রিত করে।

যশাইয় যে পদ্ধতি উপস্থাপন করছেন, যোহন যা উল্লেখ করছেন এবং মলির যা প্রতাপাদন করছেন—সে পদ্ধতি প্রত্যেকে উপত্যকাকে উন্নত করে। তা 'দর্শনের উপত্যকা' (যশাইয় ২২) হোক, ইজকেয়িলে 'মৃত অস্থির উপত্যকা' হোক, অথবা যোয়লেরে পুস্তকে 'যহি়োশাপাতরে উপত্যকা'—খরিস্টরে চরতির সম্পর্কে সঠকি উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে যে পদ্ধতি, যা মলিরীয় ইতিহাসে 'অদ্ভুত গণনাকারী' পালমোনি হিসিবে, অথবা আমাদের ইতিহাসে 'আলফা ও ওমগো'—বস্ময়কর ভাষাবদি—হিসিবে উপস্থাপতি, সটোই ঈশ্বররে বাক্যরে 'উপত্যকা' সমূহে উপস্থাপতি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যগুলোকে উচ্চে তুলে ধরে।

যে বাঁকা বিষয়গুলো সোজা করা হবে এবং যে অমসৃণ স্থানগুলো সমান করা হয়—তা প্রতিনিধিত্ব করে সেই সংশোধনমূলক কাজকে, যার দ্বারা লাওদকিয়ির পুরোহতিবর্গ তাদের বিষমশোনা উপকথার ভোজ টকিয়ি়ে রাখতে যে রীতি-নীতি ও প্রথা অবলম্বন করে, সেগুলোকে সংশোধন করা হয়। এলিয়াহরে কাজকে বিশেষভাবে চহিনতি করা হয়েছে,

ধর্মতত্ত্ববাদি ও পুরোহিতদের উপকথার বিরোধে সঠিক বাইবেলীয় পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব হসিবে। সে কাজটি সম্পন্ন করলে 'সাধারণ মানুষ', শিক্ষিত পুরোহিত ও ধর্মতত্ত্ববাদিরা নয়। এই তিন সাক্ষীর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেও একটি সরল সত্য আছে—যদি আসবনে সেই এলিয়াহ একজন পুরুষ হবেন।

ওই পর্যবেক্ষণটি গুরুত্বহীন মনে হতে পারে, কিন্তু অ্যাডভেন্টজিমে ধর্মতত্ত্ববিদরা যখন তাদের মনগড়া কাহনিগুলিকে টেকিয়ে রাখতে চান, তারা সিস্টার হোয়াইটের লেখার একটি অংশ তুলে নেন, যখন তনি এলিয়ার আত্মা ও শক্তিতে আগত এক ব্যক্তির কথা ভবিষ্যৎ কালে বলছেন, এবং সেখানে নজিদের মনগড়া ব্যাখ্যা যোগ করে জোর দিয়ে বলেন যে সিস্টার হোয়াইট নজিই নজিরে কথা বলছিলেন।

ভাববাণী অবশ্যই পূরণ হতে হবে। প্রভু বলেন: 'দেখ, প্রভুর মহান ও ভয়ঙ্কর দিনের আগে আমি তোমাদের কাছে ভাববাদী এলিয়াহকে পাঠাব।' এলিয়াহর আত্মা ও শক্তিতে কেউ আসবনে, [পরিশিষ্ট দেখুন।] এবং যখন তনি আসবনে, লোকেরা বলতে পারে: 'তুমি খুব বেশি গম্ভীর, তুমি শাস্ত্রসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা করছ না। আমি তোমাকে বলে দিই কীভাবে তোমার বার্তা শিক্ষা দিতে হবে।'

অনেকেই ঈশ্বরের কাজ আর মানুষের কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। ঈশ্বর যখন আমাকে সত্য দেন, আমি তখনই তা বলব, এবং এখন আমি বলছি, যদি তোমরা দোষ খুঁজতে থাকো, বিরোধের মনোভাব পুষে রাখো, তবে কখনোই সত্যকে জানতে পারবে না। যিশু তাঁর শিষ্যদের বলছিলেন, 'আমার তোমাদের বলার এখনও অনেকে কথা আছে, কিন্তু এখন তোমরা তা গ্রহণ করতে পারবে না।' তাঁরা পবিত্র ও চরিত্রবান ব্যক্তিগুলিকে উপলব্ধি করার অবস্থায় ছিলেন না; কিন্তু যিশু প্রতীতি দিয়েছিলেন যে তনি সান্ত্বনাকারীকে পাঠাবেন, যদি তাঁদের সব বিষয় শোখেন এবং যিশু তাঁদের যা কিছু বলছিলেন, তা সবই তাঁদের স্মরণে আনবেন।

"ভাইয়েরা, আমাদের মানুষের ওপর নরিভর করা উচিত নয়। 'মানুষকে ছেড়ে দাও—যার নিশ্বাস তার নাসারন্ধ্রের; কারণ তাকে কিসের জন্মই বা গণনা করা হবে?' তোমরা তোমাদের অসহায় আত্মাগুলিকে যীশুর ওপরই সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত করো। পাহাড়ে যখন ঝরনা আছে, তখন উপত্যকার ঝরনা থেকে পান করা আমাদের শোভা পায় না। আসুন, নচিরে ধারাগুলো ছেড়ে দিই; উচ্চতর উৎসের কাছে আসি। যদি এমন কোনো সত্যের বিষয় থাকে যা তোমরা বোঝ না, যার বিষয়ে তোমরা একমত নও, তবে অনুসন্ধান কর; শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্র তুলনা কর; ঈশ্বরের বাক্যের খনিতে সত্যের খনন-কূপ গভীর পর্যন্ত নামাও। তোমরা নজিদের এবং তোমাদের মতামত ঈশ্বরের বদীর ওপর সমর্পণ করো, পূর্বধারণাগুলো দূরে সরিয়ে রাখো, এবং স্বর্গীয় আত্মাকে সকল সত্যের মধ্যে পথপ্রদর্শন করতে দাও।" Testimonies to Ministers, 475, 476.

কেউ এলিয়াহের আত্মা ও শক্তিতে আসবনে: এই কথাগুলোকে কেউ কেউ ভুলভাবে এমন এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন, যনি মিসিসে হোয়াইটের জীবন ও কর্মের পরবর্তী সময়ে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তা নিয়ে আবিষ্কৃত হবেন বলে ধারণা করা হয়েছিল। 'স্বর্গকে পথ দেখাতে দিনি' শিরোনামের এই প্রবন্ধটি যে তনি অনুচ্ছদে নিয়ে গঠিত, সেগুলো ১৮৯০ সালের ২৯ জানুয়ারির সকালে মিশিগানের ব্যাটল ক্রিকে এলেন হোয়াইট প্রদত্ত একটি বিকৃততার মাত্র সামান্য অংশ। এটি যখন ১৮৯০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড-এ প্রকাশিত হয়, তখন এর শিরোনাম ছিল 'মতবাদে বতিরকতি বিষয়ের মোকাবিলা কীভাবে করবেন'। এই প্রবন্ধ থেকে নেওয়া অন্যান্য উদ্ধৃতি, যা মূলত এই খণ্ডের কিছু পৃষ্ঠা পূরণে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো পাওয়া যাবে পৃষ্ঠা ২৩, ১০৪,

১১১, ১১৯, ১৫৮, ২৭৮ এবং ৩৮৬-এ। প্রবন্ধটি সমগ্রভাবে Selected Messages 1:406-416-এ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে; এর মধ্যে 'স্বর্গকে পথ দেখাতে দনি' শিরোনামযুক্ত উদ্ধৃতি রয়েছে পৃষ্ঠা ৪১২ ও ৪১৩-তে। প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ পড়লে স্পষ্ট হয় যে মনিয়াপোলসি সম্মেলনের মাত্র এক বছরে ক'ছি বশেষ সময় পর ব্যাটল করকি একদল মানুষের উদ্দেশে প্রদত্ত এই ববিততি এলনে হোয়াইট তাঁর নিজস্ব মশিনের কথাই বলছিলেন। ক'ডে ক'ডে তাঁর কাজের প্রতসিমালোচনামূলক হয়ে উঠছিলেন। খয়োল করুন, এই গ্রন্থের ৪৭৫ নম্বর পৃষ্ঠায় যে অনুচ্ছেদটি রয়েছে, তার পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে এলনে হোয়াইট বলেন:

'আমাদের এমন অবস্থায় আসা উচিত, যখনে সব বভিদে গলে যাবে। যদি আমিনে করি যে আমার কাছে আলো আছে, তবে তা তুলে ধরা আমার কর্তব্য। ধরুন, যে বার্তা প্রভু চান আমলোকদের দিই, সে বিষয়ে যদি আমি অন্যদের সঙগে পরামর্শ করি, তাহলে দরজা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, ফলে যাদের কাছে ঈশ্বর তা পাঠিয়েছিলেন, তাদের কাছে আলোটি পৌঁছাতে নাও পারে। যখন যীশু যরীশালমে আরোহন করে প্রবশে করছিলেন, শষিষদের সমগ্র ভড়ি তারা যে সকল পরাক্রমশালী কাজ দেখেছিলি তার জন্য উচ্চস্বরে আনন্দ করতে ও ঈশ্বরের স্তব করতে শুরু করল; বলছিলি, প্রভুর নামে যিনি আসছেন, সেই রাজা ধন্য: স্বর্গে শান্তি, আর সব্বোচ্চ স্থানে গোরব। আর ভড়িরে মধ্যে থেকে ক'ছি ফরীশি তাঁকে বলল, গুরু, আপনার শষিষদের ধমক দনি। তিনি জিবাব দয়িে তাদের বললনে, আমি তোমাদের বলছি, এরা যদি নীরব থাকে, তবে পাথরগুলো সঙগে সঙগে চড়িকার করে উঠবে' (লুক ১৯:৩৭-৪০)।

'যে বার্তাটি ঈশ্বরের বাক্যে পূর্ববই ভবষিষদবাণী করা হয়েছিলি, তার ঘোষণাকে থামাতে ইহুদরি চেষ্টা করছিলি।'

তারপর তিনি আবার নিজেরে অভজিঞতার উল্লেখ করেন:

'ভবষিষদবাণী পূর্ণ হতই হবে। প্রভু বলেন, "দখে, প্রভুর মহান ও ভয়াবহ দনি আসার পূর্ববে আমি তোমাদের কাছে নবী এলয়িহকে পাঠাব" (মালাখি ৪:৫)। এলয়িহের আত্মা ও শক্তিতে ক'ডে একজন আসবনে, এবং তিনি উপস্থতি হলে লোকেরা বলতে পারে, "আপনি অতি আনতরকি, আপনি পবতির শাস্ত্রকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেন না।"-নরিবাচতি বার্তা, খণ্ড ১, ৪১২.

যে তিনি নিজেরে অভজিঞতার কথাই উল্লেখ করছিলেন, তা পরবর্তী অনুচ্ছেদে থেকেও স্পষ্ট হয়, যখনে তিনি ঘোষণা করেন:

'আমি ঈশ্বর যভোবে তা আমাকে দনে, সভোবই সত্ব বলব....' ধর্মযাজকদের প্রতসাক্ষ্যসমূহের পরশিষিট।

এলনে হোয়াইটকে তাঁর সময়ের ধর্মতত্ত্ববদি ও নতোদের কল্পকাহনিগুলোর মোকাবলি করতে হয়েছিলি—এই তথ্য থেকে ক'নো প্রমাণ মলে না যে তিনি নিজেকে সেই 'ব্যক্তি' হিসেবে চহিনতি করছিলেন, যে এলয়িহর আত্মা ও শক্তিতে ভবষিষত আসবে। অ্যাডভেন্টজিমের ভেতরে এলনে হোয়াইটের বহু বরোধী তিনি যে বাইবলীয় প্রয়োগ-পদ্ধতি ব্যবহার করছিলেন, সটেকিে আকরমণ করছিলি—এর ক'নো প্রমাণ কোথায়? কোথায় তাঁকে কখনও বলা হয়েছে, "আপনি শাস্ত্রকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেন না"? তিনি স্পষ্টভাবে বলছেন যে জগতের শেষের দকিে এমন এক জনগোষ্ঠীর আনদোলন হবে, যা এলয়িহর আত্মা ও শক্তি দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে; এবং এলয়িহর শক্তিরি ভবষিষৎ

প্রকাশ সম্পর্কে তিনি যখন ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন, তখনই তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো আহ্বানের সাথে আন্দোলন ঘটছিল—এমনটা তিনি মনে করছিলেন বলে বোঝানোর কোনো যথার্থ ভিত্তি নেই। লাওদসীয় অ্যাডভেন্টিস্ট ধর্মতত্ত্ববিদরা তাদের পালকে বিশ্বাস করাতো চান যে সিস্টার হোয়াইট 'নজিরে অভিজ্ঞতার' কথা উল্লেখ করছিলেন—যেন প্রভুর মহান ও ভয়াবহ দিনের আগে যাকে পাঠানো হবে সেই নবী এলিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর পরপূরণ তিনিই।

দেখো, প্রভুর মহান ও ভয়ঙ্কর দিন আগমনের পূর্বে আমতিমাদরে কাছে নবী এলিয়াকে পাঠাব। মালাখি ৪:৫।

প্রতীকরূপে এলিয়াহর একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি এমন এক বাইবেলীয় পদ্ধতি উপস্থাপন করেন, যা রীতি-নীতি ও প্রথার গড়া কল্পকাহিনী ছড়িয়ে দেওয়া যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। পথ প্রস্তুত করার তাঁর কাজ (এটাই পথ, এতে চল) সম্পন্ন হয় সেই বাইবেলীয় পদ্ধতিতে, যা দৃষ্টি যাজকতন্ত্রের শিক্ষার বিরোধিতা করে। এবং এলিয়াহ, বাপ্তিস্‌মদাতা যোহন ও মলিার—এই তিনি সাক্ষীর মতে, তখনও ভবিষ্যতে এলিয়াহর আবির্ভাব সম্পর্কে সিস্টার হোয়াইটের সাক্ষ্যসহ, তিনি হবেন একজন পুরুষ, নারী নন। পালমোনিও আলফা ও ওমগোর পদ্ধতি সঠিকভাবে বোঝা গেলে, তা শুধু শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য কিছু বাইবেলীয় নথির সমষ্টি হিসেবে নয়, বরং খ্রিস্টের চরিত্রের প্রতিলিপি হিসেবে স্বীকৃত হয়, যা তাঁর মহিমা।

আর প্রভুর মহিমা প্রকাশিত হবে, এবং সকল মানুষ একসঙ্গে তা দেখবে; কারণ প্রভুর মুখই এটা বলছেন। ইশাইয়া ৪০:৫।

তাঁর বাক্য বোঝার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, সেটাই খ্রিস্টের নজিস্ব চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ তিনি নিজিহে বাক্য।

স্বর্গের পবিত্রস্থানে ঈশ্বরের যে আইন আছে, সেটাই মহান মূল; যার নবিতুল অনুলপি ছিল পাথরের ফলকে খোঁদাই করা বধিনসমূহ এবং যা মোশি Pentateuch-এ লিপিবদ্ধ করছিলেন। যারা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুধাবন করছিলেন, তারা এভাবেই ঈশ্বরীয় আইনের পবিত্র, অপরিবর্তনীয় চরিত্রটি দেখতে পেলেন। তারা আগে কখনও যত্নে দেখেননি, সত্বে ত্রাণকর্তার কথার শক্তি উপলব্ধি করলেন: 'যতক্ষণ না স্বর্গ ও পৃথিবী বলীন হয়, ততক্ষণ আইন থাকে একটা বিন্দু বা একটা দাগও কোনোভাবেই বলিপ্ত হবে না।' Matthew 5:18। ঈশ্বরের আইন, যেহেতু তা তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ, তাঁর চরিত্রের অনুলপি, তাই তা চরিকাল স্থায়ী থাকবে—'স্বর্গে এক বিশ্বস্ত সাক্ষীর ন্যায়।' একটা আদেশেও রহিত করা হয়নি; একটা বিন্দু বা দাগও পরিবর্তিত হয়নি। গীতকার বলেন: 'হে প্রভু, আপনার বাক্য চরিকাল স্বর্গে প্রতীতি।' 'তাঁর সব আদেশে নিশ্চিতি; তারা যুগে যুগে অটল থাকে।' Psalm 119:89; 111:7, 8। The Great Controversy, 434.

যেমন দশ আজ্ঞা খ্রিস্টের চরিত্রের এক অপরিবর্তনীয় প্রতীক, তেমনি ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যার নথিমালাও তাঁর চরিত্রের একটা প্রতীক।

আমাদের নিজদের জানা উচিত খ্রিস্টধর্ম বলতে কী বোঝায়, সত্য কী, আমরা যে বিশ্বাস গ্রহণ করছি তা কী, বাইবেলের নথিমালা কী—সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব আমাদের যে নথিমালা দিচ্ছেন। অনেকে আছেন যারা তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি রাখার মতো কোনো যুক্তিসিদ্ধ কারণ ছাড়াই বিশ্বাস করেন; বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রমাণও নেই। কোনো ধারণা যদি তাদের নিজস্ব পূর্বধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তারা তা

তৎকৃষ্ণাৎ গ্রহণ করে বসনে। তারা কারণ-ফল বিচার করেন না; তাদের বিশ্বাসের কোনো প্রকৃত ভিত্তি নাই; আর পরীক্ষার সময় তারা বুঝবে যে তারা বালুর ওপর নির্মাণ করছিল।

যে ব্যক্তি নিজের বর্তমান, অসম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞানই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকে, মনে করে যে এটাই তার পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট, সে এক প্রাণঘাতী প্রতারণার আশ্রয়ে বসে আছে। অনেকেই শাস্ত্রসম্মত যুক্তিতে যথাযথভাবে সজ্জতি নয়; তাই তারা ভ্রান্তি নির্ণয় করতে এবং সত্য বলে চালিয়ে দেওয়া সব ঐতহিঁয় ও কুসংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম নয়। শয়তান ঈশ্বরের উপাসনায় তার নিজস্ব ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে, যাতে সে খ্রিস্টের সুসমাচারের সরলতাকে দৃষ্টি করতে পারে। বর্তমান সত্যে বিশ্বাস করা বিলম্ব দাবী করা অনেকেই জানে না সেই বিশ্বাসের সারবস্তু কী, যে বিশ্বাস একদা সাধুরে নিকট অরপতি হয়েছিল—তোমাদের মধ্যে খ্রিস্ট, মহিমার আশা। তারা মনে করে তারা প্রাচীন স্থাপনচহিনের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু তারা নসিত্তে ও উদাসীন। প্রমে ও বিশ্বাসের প্রকৃত গুণকে নিজের অভিজ্ঞতায় বুনে নেওয়া এবং তা অধিকার করে রাখার অর্থ কী—তারা তা জানে না। তারা মনোযোগী বাইবেলে-শিক্ষার্থী নয়; বরং আলসে ও অমনোযোগী। শাস্ত্রের অংশবিশেষে নিয়ে মতভেদে দেখা দিলে, যারা উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে অধ্যয়ন করেন এবং কী বিশ্বাস করে সে বিষয়ে স্থির নয়, তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়। আমাদের সবার মনে এই প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে গঠিত হলে যে, ঈশ্বরকে সত্য সম্পর্কে নিষ্ঠার সঙগে অনুসন্ধান করতে হবে, যাতে তারা নিশ্চিন্তভাবে জানতে পারে যে সত্য কী—তারা তা সত্যই জানে। কটে কটে অনেকে জ্ঞানের দাবিদার, এবং তাদের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট; অথচ ঈশ্বরের কাজের জন্য তাদের আর কোনো উৎসাহ নাই, ঈশ্বরের প্রতি এবং যাদের জন্য খ্রিস্ট প্রাণ দিয়েছেন সেই আত্মাদের প্রতি তাদের আর তীব্র প্রমেও নাই—যে তারা কখনো ঈশ্বরকে চিনেইনি। তারা বাইবেলে পড়ে না যাতে তার মজ্জা ও স্নহে নিজের আত্মার জন্য গ্রহণ করতে পারে। তারা অনুভব করে না যে এটি তাদের প্রতি কথা বলা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর। কিন্তু যদি আমরা পরিত্রাণের পথ বুঝতে চাই, যদি আমরা ধর্মিকতার সূর্যের করিণ দেখতে চাই, তবে আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে; কারণ বাইবেলের প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলি মুক্তরি ঈশ্বরকে পরিকল্পনার উপর মহিমার স্বচ্ছ করিণ বর্ষণ করে—আর এই মহাসত্যগুলি স্পষ্টভাবে অনুধাবিত হয় না। দ্য ১৮৮৮ ম্যাটরেিয়ালস, ৪০৩।

সত্যকার অর্থ খ্রিস্টান হওয়া মানে খ্রিস্টসদৃশ হওয়া। উক্ত অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে আমরা "নিজদেরই জানা উচিত খ্রিস্টধর্মের আসল বিষয়বস্তু কী।" সেখানে বলা হয়েছে আমরা "জানা উচিত" "সত্য কী।" আমরা "জানা উচিত" "যে বিশ্বাস আমরা গ্রহণ করছি তা কী।" আমাদের জানা উচিত "বাইবেলের নিয়মাবলি—যে নিয়মাবলি আমাদের দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে—সেগুলো কী।" খ্রিস্টসদৃশ হতে হলে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমাদের দেওয়া বাইবেলের যে নিয়মাবলি, সেগুলো কী—তা জানা অপরিহার্য। ওই নিয়মগুলো ছাড়া আমরা খ্রিস্টসদৃশ হতে পারি না, কারণ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সেই নিয়মাবলি তাঁর চরিত্রের প্রতিলিপি।

এলিয়াহের আরেকটি বিশেষ্ট হলে চুক্তির দূতের জন্য পথ প্রস্তুত করার কাজ। এলিয়াহ সেই কাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, যা এমন এক ঐতিহাসিক পরবে সম্পন্ন হয়, যখন পূর্ববর্তী নির্বাচতি জাতিকে পাশ কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং একই সঙগে নতুন এক নির্বাচতি জাতিকে বছে নেওয়া হচ্ছে। এই ইতিহাস একটা পরিশোধন প্রক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে, যা এমন এক জাত গঠন করে যাদেরকে শুদ্ধ নব্বিদের উপস্থাপিত করা হয়, পূর্ববর্তী অপবিত্র নির্বাচতি জাতের বিপরীতে।

দখে, আমি আমার দূত পাঠাব, আর সে আমার আগে পথ প্রস্তুত করবে; আর যাক্কে তোমরা সন্ধান কর, সেই প্রভু হঠাৎ তাঁর মন্দিরে আসবেন—অর্থাৎ সেই চুক্তির দূত, যাঁতে তোমরা আনন্দ পাব। দখে, তিনি আসবেন, বলনে সনোবাহিনীর প্রভু। কনিতু তাঁর আগমনের দিন কবে সন্ধ্য করত পাববে? আর তিনি প্রকাশ হলে কবে দাঁড়িয়ে থাকত পাববে? কারণ তিনি পরিশোধকরে আগুনরে মতো, এবং ধোপার সাবানরে মতো। তিনি রূপার পরিশোধক ও শুদ্ধকারক হিসাবে বসবেন; আর তিনি লিবারি পুত্রদের শুদ্ধ করবেন এবং তাদের সোনা ও রূপার মতো পরিশোধন করবেন, যাতে তারা ধার্মিকিতায় প্রভুর কাছে নবিদেন আনতে পারবে। তখন যিহুদা ও যিরিশালমেরে নবিদেন প্রভুর কাছে প্রীতিকর হবে, প্রাচীন দিনরে মতো এবং পূর্বতন বছরে মতো। মালাখি:১-৪।

বাপ্তিস্মদাতা যোহন পথ প্রস্তুত করছিলেন, যাতে খ্রিষ্ট হঠাৎ এসে তাঁর মন্দির শুদ্ধ করবে। খ্রিষ্টের সর্বোকার্যের শুরুতে ও শেষে মন্দিরে শুদ্ধকরণ মালাখি গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে পরিপূর্তি ছিল। যোহন ছিলেন সেই দূত, যিনি চুক্তির দূতের জন্য পথ প্রস্তুত করছিলেন, যাতে তিনি লিবারি সন্তানদের শুদ্ধ করত পাববে।

মন্দির শুদ্ধ করার সময় যীশু মসহি হিসাবে তাঁর মশিন ঘোষণা করলেন এবং তাঁর কাজ আরম্ভ করলেন। ঐ মন্দির, যা ঈশ্বরীয় উপস্থিতির আবাসরূপে নির্মিত হয়েছিল, ইসরায়েলে ও সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা হওয়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ছিল। অনন্তকাল থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল যে উজ্জ্বল ও পবিত্র সেরোফ থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেক সৃষ্টি সত্তা স্রষ্টার অধিষ্ঠানের জন্য এক একটি মন্দির হবে। পাপের কারণে মানবজাতি আর ঈশ্বরের মন্দির রইল না। অশুভে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অপবিত্র হয়ে মানুষের হৃদয় আর ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করত না। কনিতু ঈশ্বরপুত্রের অবতারে স্বর্গের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। ঈশ্বর মানবজাতির মধ্যে বাস করবে, এবং উদ্ধারকারী অনুগ্রহের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় আবার তাঁর মন্দির হয়ে ওঠবে। ঈশ্বর পরিকল্পনা করছিলেন যে যিরিশালমেরে মন্দিরটি প্রত্যেক আত্মার জন্য উন্মুক্ত উচ্চ নিয়তির এক অবরিত সাক্ষ্য হবে। কনিতু যে ভবনটি নিয়ে তারা এত গর্ব করত, তার তাৎপর্য ইহুদিরা বুঝতে পারেনি। তারা নিজদেরকে দ্বিষ আত্মার জন্য পবিত্র মন্দির হিসাবে সমর্পণ করেনি। যিরিশালমেরে মন্দিরে প্রাণ্ডগণ, অপবিত্র বাণিজ্যের কোলাহলে ভরা, হৃদয়ের মন্দিরকে—যা ইন্দ্রিয়সক্ত কামনা ও অপবিত্র চিন্তার উপস্থিতিতে অপবিত্র হয়ে গেছে—অত্যাধিক সত্যভাবে প্রত্যাফলিত করছিল। জগতের ক্রান্ত-বিক্রান্তের থেকে মন্দিরকে শুদ্ধ করতে গিয়ে যীশু এই মশিনের ঘোষণা দলিলে যে তিনি হৃদয়কে পাপের অপবিত্রতা—পার্থবি আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপর কামনা, আত্মাকে কলুষিত করে এমন দুষ্টি অভ্যাস—থেকে শুদ্ধ করবেন। 'যাক্কে তোমরা খোঁজ কর, সেই প্রভু হঠাৎ তাঁর মন্দিরে আসবেন; অর্থাৎ যে চুক্তির দূতের মধ্যে তোমরা আনন্দ পাব, দখে, তিনি আসবেন, বলে ঘোষণা করবে সনোবাহিনীর প্রভু। কনিতু তাঁর আগমনের দিন কবে স্থির থাকত পাববে? এবং তিনি প্রকাশিত হলে কবে দাঁড়িয়ে থাকত পাববে? কারণ তিনি রূপকারের আগুনরে মতো, এবং ধোপাদরে সাবানরে মতো; এবং তিনি রূপা পরিশোধকারী ও বিশুদ্ধকারী হিসাবে বসবেন; এবং তিনি লিবারি পুত্রদের শুদ্ধ করবেন, এবং তাদের সোনা ও রূপার মতো পরিশোধন করবেন।' মালাখি:১-৩। যুগের আকাঙ্ক্ষা, ১৬১।

বাপ্তিস্মদাতা যোহন ছিলেন সেই বার্তাবাহক, যিনি খ্রিষ্টের আকস্মিক আগমন ও তাঁর মন্দির শুদ্ধ করার জন্য পথ প্রস্তুত করছিলেন, এবং উইলিয়াম মলিারও ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর খ্রিষ্টের অতপিত্র স্থানে আকস্মিক আগমনের জন্য একই প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করছিলেন।

পবিত্রস্থান শুদ্ধ করার জন্য আমাদের মহাযাজক হিসেবে খ্রিষ্টের পরমপবিত্র স্থানে আগমন—যা দানযিলে ৪:১৪-এ তুলে ধরা হয়েছে; মনুষ্যপুত্রের দ্বিসরে প্রাচীনজনের কাছে আগমন—যা দানযিলে ৭:১৩-এ উপস্থাপিত; এবং মালাখা যে প্রভুর তাঁর মন্দিরে আগমন সম্পর্কে পূর্বই ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন—এসবই একই ঘটনার বর্ণনা; এবং এটি আরও চিত্রিত হয়েছে বিবাহের আগমনের মাধ্যমে, যা মথি ২৫-এ দশ কুমারীর উপমা খ্রিষ্ট বর্ণনা করছেন। মহাসংঘর্ষ, ৪২৬।

জন এবং মলিয়ার মালাখা দ্বারা উপস্থাপিত শুদ্ধকিরণকে প্রতীকায়িত করছিলেন, যা এখন আমাদের বর্তমান ইতিহাসে সম্পন্ন হচ্ছে।

নবী বলেন, 'আমি দেখলাম আরকেজন দেবদূত স্বর্গ থেকে নামে এলো; তার মহান কৃপমতা ছিল, এবং তার মহামায় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠল। তিনি প্রবল স্বরে উচ্চারণ করলেন, "বাবলিন মহান পততি হয়েছে, পততি হয়েছে, এবং তা দুই আত্মাদের বাসস্থান হয়ে গেছে"' (প্রকাশিত বাক্য ১৮:১, ২)। এটি সেই একই বার্তা যা দ্বিতীয় দেবদূত দিচ্ছেলেন। বাবলিন পততি হয়েছে, 'কারণ সে তার ব্যভিচারের ক্রোধের মদ সমস্ত জাতিকে পান করিয়েছে' (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৮)। সে মদটা কী?—তার মথিয়া মতবাদ। চতুর্থ আজ্ঞার বশিরামদনির পরবর্ত্তে সে জগৎকে একটি মথিয়া বশিরামদনি দিচ্ছে, এবং ইদনে শয়তান যে মথিয়াটি প্রথম হবাককে বলছিল—আত্মার স্বাভাবিক অমরত্ব—তা সে পুনরাবৃত্তি করছে। এমন আরও অনেকে সদৃশ ভ্রান্তি সে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে, 'মানুষের বিধানকে মতবাদরূপে শিক্ষা দিচ্ছে' (মথি ১৫:৯)।

"যখন যিশু তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা শুরু করলেন, তখন তিনি মন্দিরকে ধর্মলঙ্ঘনজনিত অপবিত্রতা থেকে শুদ্ধ করলেন। তাঁর পরিচর্যার শেষ দিকের কাজগুলোর একটি ছিল মন্দিরের দ্বিতীয় শুদ্ধকিরণ। অতএব, বিশ্বকে সতর্ক করার শেষ কাজের মধ্যে গরিজাগুলোর প্রতি দুই স্বতন্ত্র আহ্বান জানানো হয়। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা হলো, 'বাবলিন পততি হয়েছে, পততি হয়েছে, সেই মহান শহর, কারণ সে তার ব্যভিচারের ক্রোধের মদ সমস্ত জাতিকে পান করিয়েছে' (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৮)। আর তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার জোরালো আহ্বানে স্বর্গ থেকে একটা কণ্ঠ শোনা যায়, যা বলে, 'হে আমার লোকেরা, তোমরা তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসো, যাতে তোমরা তার পাপসমূহে অংশীদার না হও, এবং যাতে তোমরা তার বপিদসমূহ না পাও। কারণ তার পাপসমূহ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছে, এবং ঈশ্বর তার অধর্মসমূহ স্মরণ করছেন' (প্রকাশিত বাক্য ১৮:৪, ৫)।" নর্বাচতি বার্তাসমূহ, খণ্ড ২, ১১৮।

খ্রিষ্টের সর্বোচ্চ সময়ে দুই মন্দির শুদ্ধকিরণ এবং মলিয়ারপন্থীদের ইতিহাসের দুই মন্দির শুদ্ধকিরণ ছিল মালাখা গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের পূরণ, এবং এগুলি ইঙ্গিত করে সেই দুই মন্দির শুদ্ধকিরণের প্রতি, যা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের শুরু হয়েছিল, যখন নিউ ইয়র্ক সিটির বৃহৎ অট্টালিকাগুলো ঈশ্বরের এক স্পর্শে ধসে পড়েছিল, এবং প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের পরাক্রমশালী স্বর্গদূত তাঁর মহিমা দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অন্যান্য বিষয়ে পাশাপাশি, এটি অ্যাডভেন্টবাদের লাওদিকীয় ধর্মতাত্ত্বিকদের উপকথার পসরাকে খণ্ডন করে, যারা দাবি করেন যে এলেন হোয়াইটই সেই এলিয়াহ ভাববাদী, যিনি প্রভুর মহান ও ভয়ঙ্কর দিনের আগে আসবেন। প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের স্বর্গদূত অবতীর্ণ হলে যে মন্দির শুদ্ধকিরণ সংঘটিত হয়, তা এলেন হোয়াইটের চরিত্রায় শায়তি হওয়ার ছায়াশিবিহর পরে শুরু হয়েছিল।

বাপ্তিস্মদাতা য়োহন ও তাঁর শষিষরা, মলিার ও মলিারাইটরা এবং ফাউচার ফর আমেরিকা সেই দূতদরে প্রতিনিধিত্ব করে, যারা চুক্তরি দূতরে পথ প্রস্তুত করে, যাতে তিনি হিঠাৎ তাঁর মন্দরিে এসে সটেকিে তার ধর্মনিদাসূচক অপবিত্রতা থেকে শুদ্ধ করেন।

প্রতীকরূপে এলিয়াহ একজন মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি এমন একজন মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যিনি সাধারণ জীবনরে পথ থেকে ডাকা হয়েছেন; তিনি কোনো যাজকীয় ধর্মতাত্ত্বিকি নন। তাঁর সবো সঠিকি বাইবেলীয় পদ্ধতি উপস্থাপন করে, যা সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মাবলি। তাঁর সবো বর্তমান লাওদকীয় পুরোহতিবর্গরে কল্পকথা, রীতিনীতি ও ঐতিহ্যনির্ভর পদ্ধতির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতে থাকে। তিনি এমন এক শুদ্ধকিরণ প্রক্রিয়ার জন্ম পথ প্রস্তুত করেন, যা উপকেষতি হয়ে পড়া এক নরিবাচতি জনগোষ্ঠীর অবশেষিটাংশ থেকে নতুন এক নরিবাচতি জনগোষ্ঠীকে উঠে দাঁড় করা়। এই শুদ্ধকিরণ প্রক্রিয়ারি আকস্মিকিভাবে ঘটর প্রকেষাপটে উপস্থাপতি হয়েছে।

এলিয়াহ এছাড়াও এমন এক পরচির্ষা ও কর্মরে প্রতিনিধিত্ব করেন, যা ঈশ্বর বিশেষভাবে প্রতষ্টিা করেন এবং ঈশ্বররে একচটেয়া পরচির্ষা হিসেবে চহ্নিতি করেন।

পরবর্তী নবিন্ধে আমরা মলিারাইটদরে ইতিহাসে এটি দেখাব।

সন্ধ্যাকালরে বলি নিবিদেনরে সময় এমন হল যে নবী এলিয়াহ নকিটে এসে বললনে, হে প্রভু, আব্রাহাম, ইসহাক ও ইসরায়েলে ঈশ্বর, আজ যনে জানা যায় যে তুমি ইসরায়েলে ঈশ্বর, এবং আমতিোমার দাস, এবং আমতিোমার বাক্য অনুযায়ী এই সব কাজ করছে। ১ রাজাবলি ১৮:৩৬।